ইত্তেফাক ।।

2।7।82

112

আমার হাত শক্ত করুন, দেখুন কত কঠোর হইতে পারি —সাত্তার

দলে অফসাইডে গোল করিতে দিব না, দুষ্টগ্রহদের বিতাড়িত করুন —বদরুদ্দোজা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (শুক্রবার) বিকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার বলেন, আপনারা আমার হাত শক্ত করুন। দেখিবেন, দোষী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমি কত কঠোর হইতে পারি। ওয়াদা পালন করিতে না পারিলে পদত্যাগ করিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিব না—রিকশা লইয়া বঙ্গভবন ছাড়াইয়া ধানমণ্ডির বাসায় চলিয়া যাইব।

'রাজাকার মন্ত্রিসভা মানি না মানবো না'—'রাজাকারের চামড়া তুলে নেব আমরা'—এ ধরনের মুহুর্মুহু শ্লোগানের মধ্যে বিকাল সোয়া চারটা হইতে মাগরেবের পর পর্যন্ত অব্যাহত জনাকীর্ণ সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, যুবমন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম, পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব আবুল হাসনাত, ছাত্রনেতা জনাব গোলাম সারো[illegible] মিলন ও জনাব কাশেম চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

বিচারপতি সাত্তার বলেন, স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, জিয়ার মৃত্যুর পরে উনিশ দফা বাস্তবায়নের কাজ মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। মন্থর গতিতে চলিলে আমরা আগাইয়া যাইতে পারিব না—আজই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে একথা আমি জানাইয়া দিয়াছি। করতালির মধ্যে তিনি বলেন, যাঁহাদের উপর কাজের দায়িত্ব আছে, তাঁহারা যদি গাফিলতি করেন, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আমি দ্বিধা করিব না।

প্রেসিডেন্ট সাত্তার বলেন, বাংলাদেশের সামনে বিপদ অনেক। জিয়া প্রতিষ্ঠিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। উনিশ দফা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে। ওয়াদা পূরণ করিতে পারিব না—এমন অবস্থা দেখা দিলে ৯০ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পদত্যাগ করিয়া বঙ্গভবন হইতে রিকশাযোগে ধানমণ্ডি বাসভবনে ফিরিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিব না বৃদ্ধ বয়সে প্রেসিডেন্ট হইয়াছি। দেশের নিকট কিছু পাইতে চাহি না দেশকে কিছু দিতে চাই। আমার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে। বিদেশী সাংবাদিকদেরও বলিয়াছি, কবর ছাড়া আমার আর প্রাপ্তির কী আছে?

তিনি সাংগঠনিক নির্বাচনে ভাঙন এড়াইয়া ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য জাতীয়তা বাদী ছাত্রদলের প্রশংসা করেন এবং বলেন, বিএনপি'র অন্যান্য ফ্রন্টের উচিত এই গণতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করা।

মহাসচিব ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হইয়াছে। ছয় সপ্তাহ বাহিরে ছিলাম, এসময়ে ষড়যন্ত্র ও ব্লাকমেইলের যথেষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে। দলের মধ্যেই একটি মহল দুরভিসন্ধি লইয়া মহাসচিবের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছে। ছাত্র যুবকদেরও চরিত্র হনন করা হইতেছে। ছাত্র সমাজ এ সকল ঘটনার তদন্ত চায়। তদন্ত করিয়া উপযুক্ত শাস্তি দিন। জিয়া হত্যার বিচার বিভা-

(৮ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

আমার হাত শক্ত করুন

(১ম পৃঃ পর)

গীয় তদন্তের রিপোর্ট ছাত্ররা ৩ দিনের মধ্যে দেখিতে চায়।

তিনি বলেন, দলে কাহাকেও অফসাইড কিংবা ফাউলে গোল করিতে দিব না। সংসদে যাইতে হইবে। সেখানে বসিয়া সবকিছুর সমাধান হইবে। দ্রব্যমূল্য কমাইতে হইবে। জনগণকে ঘুমাইতে দিন। ক্ষুধায় অন্ন, পরিধানে বস্ত্র দিতে হইবে।

দলীয় নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন, সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নির্বাচন করিতে হইবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অপমান করা চলিবে না। মুক্তিযোদ্ধারা মাথার মুকুট। তাহাদের যাহারা কটাক্ষ করিবে—এই সরকারে বসিবার অধিকার তাহাদের নাই। দলকে বাঁচাইতে হইলে দুষ্টগ্রহদের বিতাড়িত করিতে হইবে। এবারের শুদ্ধি অভিযান বড় ধরনের হইবে। নতুবা দল বাঁচিবে না। তিনি বলেন, যাহারা আমাদের দলের খবর কোন কোন সংস্থার কাছে পয়সার বিনিময়ে সরবরাহ করে তাহাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করিতে হইবে।

ডাঃ চৌধুরী বলেন, জিয়া প্রদর্শিত পথের চাইতে ভিন্নতর কোন নির্দেশ কোন নেতা প্রদান করিলে প্রেসিডেন্টের উচিত তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখিয়া বৈপ্লবিক কর্মপন্থার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল মরহুম জিয়ার লক্ষ্য।

যুবমন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম বলেন, আজ বিএনপিতে বিভিন্ন পরাশক্তির এজেন্ট ও ষড়যন্ত্রকারীরা সক্রিয়। দলের সুনাম নষ্ট করার জন্য তাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইহাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হইবে।

নগর উন্নয়নমন্ত্রী জনাব আবুল হাসনাত বলেন, আমাদের সংগঠনের অস্তিত্বের ফলে বিরোধী দল দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে—একথা মনে রাখিতে হইবে।

ছাত্রনেতা জনাব কাশেম চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করিয়া আমরা জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিব। জাতিকে যাহারা বিভক্ত করিতে চায় তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে লড়িতে হইবে।

ছাত্রনেতা জনাব গোলাম সারোয়ার মিলন বলেন, দলকে ডান কিংবা বামগ্রস্ত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্রদল চাবুকের ভূমিকা পালন করিবে।